Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৭ জানুয়ারি, ২০১৪

৩৭ বর্ষ ৪ সংখ্যা ২৫ জানুয়ারি, ২০১৪ ১১ মাঘ, ১৪১৯

তৃণমূলকে এবার উচিত শিক্ষা দিন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৩ জানুয়ারি : জোর করে যারা পঞ্চায়েত, পুরসভার ভোট লুট করে হারিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে বদলা নিতে জোট বাঁধুন। আগামী লোকসভা নির্বাচনে ভোট চোরের দল তৃণমূলকে পরাস্ত করে এবার উচিত শিক্ষা দিন। ২৩ জানুয়ারি বর্ধমান সংস্কৃতি প্রেক্ষাগৃহে মহিলাদের এক সভায় এই আহ্বান জানান গণ-আন্দোলনের নেতা অমল হালদার।

তিনি বলেন, সস্তায় জেতার স্বাদ পেয়েছে শাসকদল। ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসের মুখে দাঁড়িয়েও আপনারা বীরাঙ্গনার মতো লড়ছেন। শত আক্রমণেও মাথা নিচু করেননি। সামনে লোকসভা নির্বাচন, নীতি ও আদর্শের এই লড়াইয়ে আপনাদের সংগঠিত হতে হবে। শপথ নিন এ রাজ্যে মেয়েদের সম্মানকে যারা মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে তাদের ক্ষমা নয়—তাদেরকে পরাজিত করতে হবে। রাজ্যে মানুষ কাজ পাচ্ছেন না, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি ধ্বংস করা হচ্ছে। শিল্প হচ্ছে না, কৃষি ধুঁকছে। এসবের মোকাবিলা করেই আমাদের এগোতে হবে। আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি ব্রিগেডের সভা। ওই সভায় সকলে যাবেন নিজের তাগিদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। রাজ্যে নতুন পরিবর্তনের শপথ নেবেন মানুষ।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য সভানেত্রী অঞ্জু কর, জেলার মহিলা নেত্রী ভারতী ঘোষাল, সাধনা মল্লিক, মণিমালা দাস প্রমুখ।

প্রয়াত হলেন তমাল দাশগুপ্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২৫ জানুয়ারি : নতুন চিঠির বান্ধব, দুর্গাপুরের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা তমাল দাশগুপ্তর জীবনাবসান হল। ২৪ জানুয়ারি মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত অসুস্থতায় বেলা ১২টায় ডি পি এল কলোনিতে তাঁর বাড়িতে তিনি আক্রান্ত হলে প্রতিবেশীরা ডি পি এল হাসপাতালে নিয়ে আসেন। চিকিৎসকরা চেষ্টা চালালেও তা ব্যর্থ হয়। বেলা ৪টা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩। এক মাসও হয়নি তাঁর স্ত্রী মহিলা নেত্রী ঝর্ণা দাশগুপ্ত প্রয়াত হয়েছেন।

তমাল দাশগুপ্ত সি পি আই(এম) দুর্গাপুর-২ পূর্ব জোনাল কমিটির সদস্য ছিলেন। দুর্গাপুরের সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর গভীর যোগাযোগ ছিল। সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন উদ্বাস্তু আন্দোলন, বস্তি সংগঠন, বিজ্ঞান আন্দোলন, কিশোর বাহিনী ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংগঠক হিসাবে। সদালাপী সহজবোধ্য সহজ সরল মানুষ হিসাবে তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। ডি পি এল-এর কর্মী হিসাবে কোক ওভেন বিভাগে যোগদান করে তিনি শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। সাতের দশকে আধা ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস কবলিত দুর্গাপুরে ওই সময় দাশগুপ্ত পরিবারের কাজকর্ম প্রতিবেশী তথা সংশ্লিষ্ট এলাকায় সাহস সঞ্চার করেছিল। দীর্ঘদিন তিনি গণশক্তি এবং নতুন চিঠি পত্রিকায় সাংবাদিকতাও করেছেন।

তাঁর স্ত্রী ঝর্ণা দাশগুপ্ত শিক্ষক আন্দোলন, নারী আন্দোলন, সর্বোপরি মানুষের মুক্তি আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন আমৃত্যু। ছোট ভাই আশিস দাশগুপ্ত দুর্গাপুরের প্রথম শহিদ। ষাটের দশকে কংগ্রেসি জমানায় পুলিশের গুলিতে একই সঙ্গে প্রাণ হারিয়েছিলেন শহিদ জব্বার। তাঁদের নামাঙ্কিত ভবন বর্তমানে শহিদ আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র।

ইস্পাতনগরী দুর্গাপুর শোকে পাথর। প্রথমে ঝর্ণা দাশগুপ্ত পরে সহযোগী তমাল দাশগুপ্ত জীবনের সাথী প্রায় এক সাথেই চলে গেলেন। প্রথম জন ২৯ ডিসেম্বর, দ্বিতীয় জন ২৪ জানুয়ারি। এদিন ফুলে মালায় তাঁর মরদেহে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন অগুন্তি মানুষ। আন্দোলনের সাথী সংগ্রামী নেতৃত্ব বন্ধু, আত্মীয় পরিজন। আমাদের নতুন চিঠি'র পক্ষ থেকে তাঁকে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয় শহিদ বিমল দাশগুপ্ত ভবনে। তমাল দাশগুপ্ত মরণোত্তর চক্ষুদানের অঙ্গীকার করেছিলেন। দুর্গাপুর ব্লাইণ্ড রিলিফ সোসাইটি তাঁর চোখের কর্ণিয়া সংগ্রহ করে নেয়। সন্ধ্যায় বীরভানপুর শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় অসংখ্য মানুষের চোখের জলে।

ঠিকা শ্রমিকরা আন্দোলনের পথে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২৩ জানুয়ারি : আগামী ৩ মার্চ সমগ্র ই সি এল এলাকা জুড়ে শ্রমিকদের দাবি আদায়ে প্রতীকী ধর্মঘটের ডাক দিল সি আই টি ইউ খাদান ঠিকাদার মজদুর সভা সহ ঠিকা শ্রমিকদের যৌথ শ্রমিক সংগঠন। বৃহস্পতিবার আসানসোল বার লাইব্রেরিরর সভাগৃহে যৌথ শ্রমিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশন থেকে ধর্মঘট সফল করার জন্য সর্বত্র প্রস্তুতি কমিটি গড়ে তোলার কর্মসূচি গৃহীত হয়।

ই সি এল-এ ব্যাপকহারে ঠিকাদারীকরণ চলছে। স্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ, বেড়ে চলেছে ঠিকা শ্রমিকদের সংখ্যা। তীব্র শোষণের শিকার এই ঠিকাদার শ্রমিকের দল। খনিগর্ভে উৎপাদনের সঙ্গে এরা যুক্ত। অথচ এদের পরিচয়পত্র নেই। খনিগর্ভে নামার আগে খনি সুরক্ষা বিধি মেনে 'সি ফর্মে' হাজিরা হয় না এদের। খনির ওপরে কাজ করলে 'ই ফর্মে' হাজিরার নিয়ম, তাও হয় না। এদের চিকিৎসার সুযোগ নেই, পি এফ নেই, পে স্লিপ নেই। কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারিত হারে ন্যূনতম মজুরিও দেওয়া হয় না। ধারাবাহিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ২০১৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি নতুন বেতন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী অদক্ষ শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন স্থির হয় দৈনিক ৪৬৪ টাকা। মাঝারি দক্ষ শ্রমিকদের দৈনিক ৪৯৪ টাকা, দক্ষদের ৫২৪ টাকা, উচ্চ-দক্ষদের জন্য ৫৫৪ টাকা। কোল ইণ্ডিয়ার সমস্ত সাবসিডিয়ারি খনিগুলিতে এই হারে ঠিকা শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ার কথা। কিন্তু তা হচ্ছে না। যৌথ শ্রমিক কনভেনশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে— প্রতীক ধর্মঘটের আগে ই সি এল সদর দপ্তরে ১৯-২০ ফেব্রুয়ারি দু'দিন লাগাতার বিক্ষোভ, ধরণা সংগঠিত হবে। দাবি আদায় না হলে ৩ মার্চ পালিত হয়ে প্রতীক ধর্মঘট।

কনভেনশনে প্রতিবেদন পেশ করেন বিবেক চৌধুরী, বক্তব্য রাখেন আর সি সিং, সোমনাথ ব্যানার্জী, সুদীপ্তা পাল, বিধায়ক গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী প্রমুখ। আর সি সিং, গঙ্গা যাদব, মনোজ দাসকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী কনভেনশনে পরিচালনা করেন।

জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৪ জানুয়ারি : মেমারির ইছাপুর গ্রামের মুশারাফ হোসেন কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে আজ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল (৫২)। তিনি ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় মানুষ। মানুষকে অকৃষ্ট করে সমস্যার মিমাংসা করতেন। তাঁর চলে যাওয়া এলাকার এক বিরাট ক্ষতি। এদিন অসংখ্য মানুষ মালা দিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

২৭ জানুয়ারি সূর্যকান্ত মিশ্রের জনসভা উপলক্ষে সাইকেল মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১৯ জানুয়ারি : ২৭ জানুয়ারি সূর্যকান্ত মিশ্রের জনসভা মেমারি রেলের মালগুদাম প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। তৃণমূলি হামলা-হুমকি, সাজানো মামলাকে অগ্রাহ্য করেই মেমারি-১ লোকাল কমিটির উদ্যোগে একটি বিশাল মিছিল হয়। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন, মেমারি জোনাল সম্পাদক অভিজিৎ কোঙার, সনৎ ব্যানার্জী, প্রশান্ত কুমার, পিযূষ বিশ্বাস, সেখ জিয়াজউদ্দুন, কালু রায়, অনুপম ব্যানার্জী প্রমুখ। ২৭ জানুয়ারি ব্রিগেড সমাবেশে ও ৯ ফেব্রুয়ারি এই সভায় বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের সকলকে নিয়ে যোগ দেবার জন্য মিছিল থেকে আহ্বান জানানো হয়।

রবীন সেনকে স্মরণ করলেন রানিগঞ্জের সংগ্রামী মানুষ

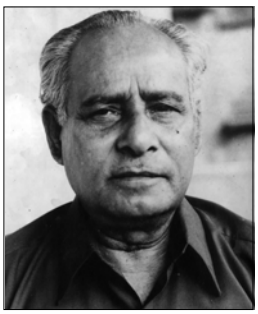

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রমিকনেতা রবীন সেন-এর প্রয়াণ দিবসে স্মরণসভাকে বানচাল করতে চেয়েছিলো তৃণমূল-কংগ্রেস। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ফ্যাসিস্ত কায়দায় তৃণমূলি দুষ্কৃতীবাহিনী দ্বারা সমগ্র রাজ্যে এক সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করতে চাইছে। ইতিহাস সাক্ষী আছে— হিটলারও সফল হয়নি তিনিও সফল হবেন না।

১৯ জানুয়ারি রানিগঞ্জের বল্লভপুরে বেঙ্গল পেপার মিল ইউনিয়ন অফিস সংলগ্ন মাঠে, সি পি আই(এম) রানিগঞ্জ জোনাল কমিটি আয়োজিত রবীন সেন-এর ২৯ তম প্রয়াণ বার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণসভায় উপরোক্ত কথাগুলি বলেন সি আই টি ইউ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক দীপক দাশগুপ্ত। তিনি বলেন, রবীন সেন দেশের স্বাধীনতার জন্য, শ্রমজীবী মানুষের জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন।

সি পি আই(এম) বর্ধমান জেলা সম্পাদক অমল হালদার বলেন, তৃণমূলবাহিনী সন্ত্রাস করে আমাদের সভা করতে বাধা দিচ্ছে। বর্ধমানেও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সভা নিয়ে বাধা দিয়েছিল। আমাদের মিছিল সমাবেশ বড় হচ্ছে। ওরা ভয় পাচ্ছে। তাই পুলিশের মদতে হামলা ও মিথ্যা মামলায় আমাদের নেতা-কর্মীদের জড়ানো হচ্ছে।

সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরী বলেন, ওরা যতই বাধা দিক, যত দিন শরীরে এক ফোটাও রক্ত থাকবে, ততদিন রবীন সেন-এর স্মরণসভা করবে সংগ্রামী মানুষ।

সভায় সভাপতিত্ব করেন রানিগঞ্জ জোনাল কমিটির সম্পাদক রুণু দত্ত। উপস্থিত ছিলেন সি আই টি ইউ বর্ধমান জেলা কমিটির সভাপতি বিনয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী, বিবেক চৌধুরী, গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী প্রমুখ।

জমির বিরোধে থমকে গেছে জেলার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়ন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১১ জানুয়ারি : জমি বিরোধে থমকে গেল জেলার স্বাস্থ্য শিক্ষার উন্নয়ন। বর্ধমান শহর সংলগ্ন এই জমিতে ২০১২ সালের গোড়ায় মেডিক্যাল কলেজের তত্ত্বধানে 'মা ও শিশু সুরক্ষা কেন্দ্র' ছ'তলা একটি ভবন তৈরি হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন। সেই মতো প্রস্তাবিত ভবনের শিলান্যাস করেন কৃষিমন্ত্রী মলয় ঘটক। কাজও শুরু করেন মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ। ট্রমা সেন্টার সহ প্রসূতি ও স্ত্রী-রোগের আধুনিক চিকিৎসার সবরকম ব্যবস্থা এখানে করা হবে জেনেছিলেন শহরবাসী।

কিন্তু গত বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের সময় আচার্য রাজ্যপালের সামনেই উপাচার্য স্মৃতিকুমার সরকার অভিযোগ তোলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই জমি প্রশাসন দখল করে আছেন। ফলে এই জলাজমিটি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল কলেজ দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরোধ তৈরি হয়। জমির মালিকানা দাবি করে মামলা করেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আদালত ও ভূমিদপ্তর সূত্রে খবর, আদতে জমিটি বিশ্ববিদ্যালয়েরই। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালিত হয় বর্ধমান রাজবাড়ি থেকে। উপাচার্য সেখানেই বসেন। বর্ধমান রাজবাড়ি হেরিটেজ ঘোষিত হওয়ায় বিতর্কিত ওই জমিতে ২২ কোটি টাকা ব্যয়ে দশতলা একটি প্রশাসনিক ভবন তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। একই জমিতে মা ও শিশু সুরক্ষা কেন্দ্র তৈরির জন্য টেণ্ডার ডেকে দেয় স্বাস্থ্য দপ্তর। ফলে জটিলতা চরমে উঠেছে। গত ১৭ জানুয়ারি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রেজিস্ট্রার সহ কর্তাব্যক্তিরা ওই জমি পরিদর্শন করেন। পরদিন সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে একটি বোর্ড লাগানো হয়। ২.২০ একরের একই জমি নিয়ে দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই টানাপোড়েনে শহরবাসী যারপরনাই বিস্মিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রশাসনিক ভবন' এবং 'মা ও শিশু সুরক্ষা কেন্দ্র' দুই বিষয়ই বর্ধমানবাসীদের কাছে আগ্রহ তৈরি করেছে। কিন্তু বর্ধমানবাসী বুঝতে পারছেন না বাস্তবে ওই জমিতে কোন ভবন মাথা তুলে দাঁড়াবে?

আবার বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ মঞ্জুশ্রী রায় সংবাদ মাধ্যমকে বলেছেন, 'ওই জমিতে কাজ শুরু হওয়াটা দু'একদিনের অপেক্ষা মাত্র। টেণ্ডার ডাকা হয়ে গিয়েছে। ডেন্টাল কলেজও হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অবশ্য জানিয়েছেন, 'বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের কোনও অবকাশ নেই। বহুবার বহু জায়গায় আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয়েছে ওই জমির পরিবর্তে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষকে বর্তমান নার্সিং হস্টেলের পিছনে বিশ্ববিদ্যালয়েরই আরেকটি জমি দেওয়া হবে। তারপরেই আমরা প্রশাসনিক ভবন তৈরির জন্য ম্যাকিনটস বার্ণের সঙ্গে যোগাযোগ করছি।

নতুন চিঠি

২৫ জানুয়ারি, ২০১৪

শুধু তৃণমূলিরাই চাকরি পাবে?

শিক্ষাঙ্গনকে তৃণমূলি দলতন্ত্রের মৃণয়াক্ষেত্রে পরিণত করার মস্তানি প্রয়াসে সারা পশ্চিমবঙ্গ আজ জর্জরিত। পুলিশ-প্রশাসন নির্লজ্জভাবে তাকে মদত দিয়ে চলেছে। পুলিশি নিরাপত্তার ঢাকঢোল পিটিয়ে সম্প্রতি কলেজগুলিতে যে ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচন হয়ে গেল, তা নামেই নির্বাচন। তৃণমূল ছাড়া আর কোনো পক্ষেরই সেখানে মনোনয়নপত্র পর্যন্ত জমা দেবার সুযোগ ছিল না। সেরকম কোনো প্রয়াস নিতে গেলেই পুলিশের নাকের ডগায় তৃণমূল মস্তানবাহিনী লাঠিসোটা নিয়ে নেমে পড়েছে। এরকম একটি ঘটনার পর জনৈক সাংবাদিক পুলিশ কেন নিষ্ক্রিয় ছিল জিজ্ঞাসা করায় ঘটনাস্থলেরই জনৈক পুলিশের নির্লজ্জ উত্তর : সেরকম কোনো অভিযোগ পাইনি। নাকের ডগায় ঘটনা ঘটলেও পুলিশি সক্রিয়তার জন্য অভিযোগ জানাতে হবে? পুলিশ তাহলে আছে কী জন্য? অবশ্যই তৃণমূল মস্তানবাহিনীকে নিরাপত্তা দেবার জন্য।

শিক্ষক নিয়োগকে প্রহসনে পরিণত করায় এবার শিক্ষাঙ্গনে দলীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় আর এক নতুন মাত্রা সংযোজিত হল। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য টিচার্স এলিজিবিলিটি টেস্ট (TET) নিয়ে চূড়ান্ত কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়ে গেল একটি বাংলা টিভি চ্যানেলের স্টিং অপারেশনের মাধ্যমে। প্রাথমিক শিক্ষাপর্ষদ চেয়ারম্যানের সঙ্গে জনৈক ক্ষুব্ধ নেতার কথোপকথনের অডিও রেকর্ড জানিয়ে দিল কীভাবে তৃণমূল দলীয় কার্যালয়ে পরীক্ষার্থীদের খাতায় যথেষ্ট নম্বর বসিয়ে এবং তাদের ইন্টারভিউতে সর্বোচ্চ নম্বর দিয়ে তৃণমূল প্রার্থীদেরকেই কেবল উৎরানো হয়েছে— উচ্চপর্যায়ে দলীয় নেতাদের তৈরি তালিকা অনুযায়ী। এই নেতাদের নামও উচ্চারিত হয়েছে। সরকারিভাবে পরীক্ষার্থীদের মোট সংখ্যা থেকে অন্যান্য যেসব তথ্য দেওয়া হয়েছে, তা সবই মনগড়া ও সাজানো। কিন্তু কোনো কেলেঙ্কারিই তৃণমূল সরকারকে বিচলিত করে না, কেননা এটাই তার শাসনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। গত ৩৪ বছরের মন্ত্র আউড়ে সব কিছুকেই তারা পবিত্র করে নেয়। অথচ শিক্ষাঙ্গনের ভিতরে থেকে আজ যারা তৃণমূলের দখলদারি চালাচ্ছেন, তাঁরা তো বিগত ৩৪ বছরেই নিয়োজিত। তখনও যদি এমন ব্যাপারই ঘটে থাকে, তাহলে তাঁরা নিযুক্ত হয়েছিলেন কী করে?

এসব প্রশ্ন অবান্তর, কেননা তৃণমূলের নির্লজ্জ দলীয় দাপট কোনো যুক্তিরই ধার ধারে না। গণমাধ্যমের একটি বড় অংশের স্বার্থ তৃণমূল-আধিপত্যের এবং বাম-বিরোধিতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলে তারা এ ব্যাপারে নিশ্চুপ।

শেষ পর্যন্ত সরব ও সক্রিয় হতে হবে জনগণকেই। পশ্চিমবঙ্গ এখন তারই অপেক্ষায়।

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে

বৈশম্পায়ন উবাচ

চিরন্তন বাচস্পতি

জনৈক সাংবাদিক কহিলেন বহুদিন পূর্বে একজন লেখক সাংবাদিক বঙ্গপ্রদেশকে 'প্রমোদ-তরণী' বলিয়া হা হা শব্দে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। অধুনা বঙ্গীয় জনজীবনে যাহা চলিতেছে, তাহাতে সর্বভারতীয় স্তরে তো বটেই, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এই রাজ্যকে। অপকৃষ্টতম নরককুণ্ড বলা যাইতে পারে। যাহারা নারকীয়তায় মহোল্লাসে দলবদ্ধভাবে হত্যা, লুণ্ঠন, নারী-নির্যাতন করিতেছে, তাহারা বলদর্পী প্রশাসনের সহায়তা লাভ করিয়াই বঙ্গপ্রদেশকে রক্তাক্ত এবং লাঞ্ছিত করিয়াছে।

তদনন্তর মহর্ষির অনুরোধে দূরদর্শী সঞ্জয় বঙ্গদর্পণে প্রবহমান চিত্রাবলী বার্তাসমন্বিত আকারে পরিবেশন করিলেন।

অদ্যকার সভায় প্রধানত দুইটি বিষয় প্রদর্শিত হইল। প্রথম—উচ্চ-শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্র-সংসদ নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় শাসকগোষ্ঠী তাহাদের অনুগৃহীত সংগঠনের নিরঙ্কুশ জয় প্রতিষ্ঠা মানসে চমৎকার গণতান্ত্রিক আয়োজন করিয়াছে। বীরপুঙ্গব ভৈরবেরা যথেচ্ছভাবে বিরোধী ছাত্র-ছাত্রীদের মনোনয়নপত্র গ্রহণ এবং পেশ করার সমস্ত সুযোগকে স্তব্ধ করিয়াছে। জনৈক দর্শক মন্তব্য করিলেন—আরক্ষাবাহিনী অর্থাৎ পুলিশি কর্তৃপক্ষ 'ঠুঁটো জগন্নাথ' বা 'কাঠের পুতুলে'র ন্যায় এই সমস্ত অপকর্মকে প্রশ্রয় দিয়া তাঁহাদের দন্তকৌমুদী বিকশিত করিয়া নিদারুণ উপভোগ করিতেছেন। ইতোপূর্বে বিভিন্ন তথাকথিত গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যাহারা পরিপক্ক হইয়া সন্ত্রাস করিয়াছে, তাহাদেরই ছোট-বড়ো চেলাচামুণ্ডারা ছাত্র-সংসদ নির্বাচনগুলিতেও তাহারই পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে। দুর্ভাগ্যের কথা, মহান জাতীয়তাবাদী সংবাদমাধ্যমগুলি এই সকল অপকর্মের বিরুদ্ধে নিরুচ্চার রহিয়াছে। এমনকি, শাসকগোষ্ঠীর ছাত্র-সংগঠনের মহাত্ম্যও প্রচার করিতে তাহারা কুণ্ঠিত নহে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন—বঙ্গপ্রদেশের এইরূপ দুর্যোগ, দুরবস্থার কথা কেন্দ্রীয় নির্বাচন আয়োগ অবশ্যই অবহিত আছেন। তাঁহারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সমাসন্ন লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিলে বঙ্গীয় কাপালিক এবং একেশ্বরী কপালকুণ্ডলার (অবশ্যই বঙ্কিম রচিত কপালকুণ্ডলা বা মৃন্ময়ী নহেন!) স্বৈরাচার নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে।

এই সভার অন্তরালে ইতিহাসের আবর্জনাস্তূপে নিক্ষিপ্ত কতিপয় কবন্ধ স্বৈরাচারী প্রেত অবস্থান করিতেছিল। তাহারা মহর্ষির কথায় 'হো হো' করিয়া অট্টহাস্যে সকলকে চমকিত করিল। এই সকল প্রেতের বর্তমানকালের অনুচর কহিলেন— বঙ্গপ্রদেশে ৪২ টি আসনের মধ্যে অন্তত ৪০টি আমরা দখল করিবই। বামেরা শূন্য হইয়া যাইবেক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন—এই ত্রিকালজ্ঞ ভবিষ্যৎ বক্তাটিকে আমরা সাতিশয় জানিয়াছি। দল-পরিবর্তনে ইহার কোনও দ্বিধা নাই। মিথ্যা-কথনে ইনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সম্প্রতি মহানায়িকা সুচিত্রা সেনের প্রয়াণে এই ব্যক্তি স্মৃতিচারণা করিতে গিয়া প্রখ্যাত অভিনেতা ছবি বিশ্বাস তাঁহার নিকট হইতে সম্মাননা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কিঞ্চিৎ কৌতুক করিলেন। অথচ ছবি বিশ্বাস মহোদয় ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে একটি দুর্ঘটনায় নিহত হন। আর এই ব্যক্তি তাহার অনেক পরে বাহাত্তরের ঘোর অমানিশার রাজত্বে মন্ত্রী হইয়াছিলেন। সুতরাং ইহার কথার কোনও ভিত্তি নাই।

দ্বিতীয়—বঙ্গপ্রদেশের বীরভূম জেলার লাভপুরে গ্রাম্য মোড়ল এবং শাসক দলের নেতাদের আয়োজিত একটি ভয়ঙ্কর 'সালিশি'-সভায় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তাহার ফলস্বরূপ একটি আদিবাসী যুবতী অদ্যাবধি মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম করিতেছে। তথায় এই আদিবাসী যুবতীর সহিত জনৈক ভিন্ন ধর্মাবলম্বী যুবকের সহিত প্রণয় থাকার বিরুদ্ধে যে মতামত গৃহীত হয়, তাহা নিম্নরূপ :

অবিলম্বে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হইবে। অন্যথায় এই হতদরিদ্র অসহায় যুবতীকে কামাতুর দুষ্কৃতীদের গণ-ধর্ষণের শিকার হইতে বাধ্য করা হইবে। এইরূপ পরিস্থিতিতে কমপক্ষে ১৩ জন রিরংসাজর্জর মানুষবেশী পশুরা যুবতীটিকে বীভৎসভাবে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে। পূর্বে যে সকল বীভৎস ধর্ষণ-হত্যা ইত্যাদির ঘটনায় দেশ কলঙ্কিত হইয়াছে, এই ঘটনা যেন তাহাকেও অতিক্রম করিল। মধ্যযুগীয় বর্বরতা বলিলেও এই ঘটনার বীভৎস, তামসিক দিক যেন কিয়ৎপরিমাণে আচ্ছাদিত করা হয়।

জনৈক ন্যায়াধীশ জানাইলেন যে দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয় সুপ্রিম-কোর্ট স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া এই ঘটনার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ সম্বলিত মামলা দায়ের করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গপ্রদেশের মানবাধিকার কমিশনের বর্তমান সভাপতি, যিনি পূর্বে বিশ্বস্ততার সহিত আরক্ষা বিভাগের শীর্ষে থাকিয়া বঙ্গীয় স্বৈরাচারের পথ সুগম করিয়াছিলেন, তিনি এই বিষয়ে হিরন্ময় নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন।

সঞ্জয় কহিলেন—শুধুমাত্র এই ঘটনাই নহে। বঙ্গপ্রদেশের সর্বত্রই শাসকদলের প্রশ্রয় এবং আরক্ষা বিভাগের লালনে দুষ্কৃতীরা প্রতিদিনই নারী-লাঞ্ছনা, গণধর্ষণ অব্যাহত রাখিয়াছে। অধিকবার কী বলিব! প্রশাসনের নিজস্ব যানে কামদুনির ধর্ষকদের পরিজনেরা রাজ্যের নূতন ভবনে গতায়ত করিয়া অভিযুক্তদের মুক্তির দাবি করিতেছেন। সমগ্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন রাজ্যের তুলনায় এই রাজ্য গণতন্ত্রহত্যা, মিথ্যাচার, নারী-লাঞ্ছনায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

শ্রোতাদের মধ্যে জনৈক বঙ্গবাসী সাশ্রুলোচনে একটি দ্বিজেন্দ্রগীতি গাহিলেন—'বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ।' সভাতে গভীর বিষাদ, ক্রোধ এবং ঘৃণার পরিমণ্ডলের পরিশেষে বৈশম্পায়ন কহিলেন— এই সমূহ দুরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিবার আহ্বান জানাই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন— 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে / তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।' হে ভৈরব, তুমি আমাদিগকে শক্তি দাও যাহাতে বঙ্গীয় অপশক্তির বিনাশ ঘটে।

মৃত্যুবার্ষিকীতে সুবলদহ স্মরণ করলো বিপ্লবী রাসবিহারীকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, রায়না, ২১ জানুয়ারি : ১৯৪৫-এর ২১ জানুয়ারি জাপানের টোকিওতে প্রয়াত হয়েছিলেন ভারতের বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। সেদেশেই তাঁকে সমাহিত করা হয়েছিল। বর্ধমানের রায়না ব্লকের সুবলদহ গ্রাম তাঁর জন্মভূমি। আসলে সুবলদহ গ্রাম ছিল রাসবিহারী বসুর মামা বাড়ি। মামার বাড়িতে তাঁর জন্ম হয়েছিল। অবশ্য এই গ্রামে তাঁর কোনো স্মৃতিচিহ্ন নেই। যেখানে মামার বাড়ি ছিল, সেই ভিটেতে তাঁর সমাধিক্ষেত্রের মাটি রেখে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন জাপানের বর্তমান ডেপুটি কনসাল জেনারেল মিৎসুতাকে নুমাহাতা। উপস্থিত ছিলেন বর্ধমানের জেলাশাসক সৌমিত্রমোহন, জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডু, রাসবিহারী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা কল্যাণ চক্রবর্তী প্রমুখ। জাপানের ডেপুটি কনসাল জেনারেল এদিন এক অনুষ্ঠানে বলেন, 'আমরা ইন্দো-জাপান ফ্রেন্ডশিপ সেন্টার গড়ে তুলতে আগ্রহী। আমরা চাই রাসবিহারী বসুর মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠুক।

প্রশাসন সূত্রের খবর, সুবলদহ গ্রামে রাসবিহারীর ছবি সহ জাপান ও ভারতে ব্যবহৃত নানা জিনিস দিয়ে একটি সংগ্রহশালা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে। ১৯১৫ সালে রাসবিহারী জাপান গিয়েছিলেন। তাঁর জিনিসপত্র জাপান থেকে আনার ব্যাপারে আন্তরিক চেষ্টা চালানো হবে। রাজ্য সরকারের কাছে সমস্ত বিষয়টি অনুমোদনের জন্য একটি পরিকল্পনা পাঠানো হবে। তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে জাপানের এই উদ্যোগকে এদিন গ্রামবাসীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাগত জানালেন।

এক ডজন প্রশ্ন

১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী সে দেশের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টরা কোন তারিখে শপথ নেন? বর্তমান প্রেসিডেন্ট শেষ কবে শপথ নেন?
২. ডা. বিধানচন্দ্র রায় কবে পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন?
৩. মোঘল সম্রাট শাহজাহান কবে দিল্লির সিংহাসনে বসেন? কবে তাঁর জন্ম ও মৃত্যু হয়?
৪. ইন্দিরা গান্ধি প্রথম কবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন?
৫. ভারতের প্রথম পারমাণবিক চুল্লির নাম কী? কবে প্রথম তৈরি হয়?
৬. রাশিয়ার রক্তাক্ত রবিবার নামে খ্যাত কোন দিন?
৭. প্রখ্যাত ইংরেজ কবি জর্জ জর্ডন বায়রন কবে কোথায় জন্মান? কবে মৃত্যু?
৮. ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন? কবে তিনি নির্বাচিত হন? কবে শপথ নেন?
৯. জাতীয় ভোটদাতা দিবস কবে? কোন সাল থেকে এই দিবস পালন করা হয়?
১০. বসন্তরোগের টীকা কে আবিষ্কার করেন? তাঁর কবে জন্ম ও মৃত্যু হয়?
১১. ভারত প্রজাতন্ত্র কবে ঘোষিত হয়? কে ঘোষণাপত্র পাঠ করেন? তিনি কে ছিলেন?
১২. ত্রিপুরা, মণিপুর এবং মিজোরাম কবে ভারতের অঙ্গরাজ্যের স্বীকৃতি পায়?

(উত্তর শেষের পাতায়)

পাঠকের কলম — **মতামত পত্রপ্রেরকের নিজস্ব**

'সংবাদপত্র' = 'সমাজদর্পণ'

দর্পণ ভাঙা সঠিক নয়

সংবাদপত্র একটি অন্যতম সমাজদর্পণ। এই দর্পণে প্রতিফলিত হয় সুখ-দুঃখের ঘটনা, সাহিত্য, শিল্প, ব্যক্তিগত চেতনার আলোকে বিভিন্ন বিষয়ের পর্যালোচনা।

কিন্তু খুবই বেদনাদায়ক যখন দেখি একদল মানুষ রিপোর্টারদের ওপর চড়াও হয়ে মারধোর করে, ক্যামেরা ভেঙে দেয়, নানাধরনের অশ্রাব্য গালিগালাজ করে।

এই সমাজদর্পণটিকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। এই দর্পণটির সাথে যারা যুক্ত, যাদের অক্লান্ত শ্রম ও মনন দর্পণটির স্বচ্ছতাকে বাঁচিয়ে রাখে, তাদের প্রতি এমন নির্লজ্জ ব্যবহার আমাদের সামাজিক লজ্জা নয় কি?

আমাদের মনে রাখতে হবে, দর্পণটির ভেঙে যাওয়ার অর্থ সমাজের আলোকে আত্মবিশ্লেষণের অভাব, আপন অস্তিত্বে অবস্থান বোধগম্য না হওয়া এবং শিল্প ও সাহিত্যকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া।

অভিজিৎ দাশগুপ্ত
শাঁখারীপুকুর হাউজিং, বর্ধমান

অন্য সংস্কৃতি

এই সময়ে দাঁড়িয়ে

ঝর্ণা মুখোপাধ্যায়

সময় যখন এলোমেলো এই সময়েই মানুষ খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসে। স্মৃতির সরণিতে মহাভারতের নানান কাহিনি সামনে এসে দাঁড়ায়— হানাহানি, খুনোখুনি, সাম্রাজ্য দখল। সেই যুগেও ভাই-এ ভাই-এর দ্বন্দ্ব সংঘাতে সমাজে যে অস্থিরতার ঢেউ আছড়ে পড়েছিল তা থেকেই অনেক সংকলন গ্রন্থ তৈরি হয়েছিল। এগুলিকে পুরাণ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এ গ্রন্থগুলি সমাজের নানা দিক নির্দেশ করে সময়ের কথা বলেছে। শৃঙ্খল যখন কঠিন তখন মানুষই জীবনধর্মের নিয়মানুসারে ঐক্য স্থাপন করার সাধনায় মতামত বিনিময় করে। এই মতামত যখন লিখিত আকারে প্রকাশিত হয় তখন তা হয় ঐতিহাসিক দলিল। মহাভারতও এমন সব দলিলের সমষ্টি।

দীর্ঘ চৌত্রিশ বছরের বামফ্রন্টের শাসনের পর এসেছে পরিবর্তন। এই জমানায় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সরকার নিজের বাহিনী ছাড়া আর কারো কথা শোনে না। এ সরকারের জনবিরোধী নীতি, অমানবিক আচরণ রাজ্যকে পিছনে ঠেলে দিচ্ছে। এক কথায় জনপরিষেবাহীন এক শাসনব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছে। হিটলারি কায়দায় ব্যক্তি-শ্রেষ্ঠত্বের জয় ঘোষণা। এখন সর্বগ্রাসীদের হাঁক জবরদখলের। একদিকে আশাভঙ্গ অন্যদিকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভারসাম্য হারিয়ে জনতা দিশেহারা। এখানে গণতন্ত্র বলে কিছু নেই। সরকারের নীতিতে সামাজিক বৈষম্য বাড়ছে, বাড়ছে বেকারত্ব। অর্থ ও দারিদ্রের যে সংঘাত এতে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ক্রমশ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে। সরকার নির্বিকার। বর্তমান শাসকই বেসরকারিদের হাত শক্তি করতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে যাতে একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে রাজ্যবাসীকে ভয় দেখিয়ে অস্থিরতার মধ্যে ব্যস্ত রেখে নিজেদের আখের গোছানো যায়। এদের উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তি মিথ্যাকে সত্যি প্রমাণে ব্যস্ত। অসহিষ্ণুতা, হুমকি, তড়িঘড়ি সিদ্ধান্তে রাজ্যবাসী যেমন আক্রান্ত, ওরাও তেমনি কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি, দুর্নীতিতে আচ্ছন্ন। ফলে সরকারের সঙ্গে মানুষের বাড়ছে দূরত্ব। এ এক নতুন ইতিহাস। ফ্যাসিজিমের মহানায়িকা মোহগ্রস্ত, অংহকারী ও লাগাম ছাড়া অন্যায়ের সঙ্গে যুক্ত।

এমনই এক সময়ে দাঁড়িয়ে রাজ্য সরকারের চরম আঘাতের বিরুদ্ধে পথ চলার সন্ধান খুঁজতে গেলে বলতে হয়, ''এখনও আমি বাঁধের ওপর শরীর দিয়ে জল রুখতে পারি'' (গৌতম মুখোপাধ্যায়)। মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। গর্জে ওঠাই সময়ের ধর্ম। এখন আমাদের বিশৃঙ্খল জনবিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি কেন্দ্রীভূত করার লক্ষ্যে প্রস্তুতি নিতে হবে। সন্ত্রাসের হাত থেকে রাজ্যকে বাঁচাতে বিরোধিতা একান্তই আবশ্যক। তা না হলে গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। লেখনীকে সাথী করে সমাজের যন্ত্রণাকে ক্যানভাসে প্রতিফলিত করে শ্রমজীবী মানুষদের সাথে হাঁটতে হবে পথ। তবেই সমাজের পুরাণ সৃষ্টি হবে। লাগাম ছাড়া সঙ্কটে মানুষই হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াবে নিজেদের বাঁচাতে। ঠেকাতে পারবে চরম দক্ষিণপন্থার আক্রমণ।

মধ্যম গ্রামের কবিতা

রসুল করিম

হিমশীতল দিন আমাদের জন্য নয়
তুমি বলেছিলে
বড়বেশি গিলে খাবে অর্ধেক আকাশ

একটা দেবদারু গাছ আর তার পাতায়
আটকে গেছে ঢেউ
দেশজুড়ে লাট খাচ্ছে মন্দ বাতাস

পাগল হতে হতে একদিন বদ্ধ উন্মাদ
নিশ্চিত জেগে উঠবে
শুয়ে থাকা পোড়া মাংসের ওম্

এখন মধ্যম গ্রামে ঘাই
শুনছো সবিতা?
তোমার জন্যই লেখা হবে এবার
আগুন খেকো কবিতা।

আগুন

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

মুখের ভাষা, বুকের ভাষা
আগুন হয়ে ঝরে
সেই আগুনে লক্ষ মানুষ
সূর্যটাকে গড়ে
সূর্যসোনায়, স্বপ্ন বোনায়
অগ্নিঝরা গান
গানের সুরে, কাছে দূরে
প্রাণেরই সন্ধান।

আগমনী

কাকলি ঘোষ

কালুফুলে ঢাকা উৎসব
জলছবি আঁকে শিউলিতে
শারদ প্রাতে তোমাকে চিনেছি,
খুঁজে নিয়েছি শিশিরেতে।
আগমনী, করুণ সুরে
কেঁদে ওঠে, এ নগ্ন মেয়েটার শরীরে,
ভোগ করে, পশুরা ফেলে গেছে প্রান্তরে।
বিষ পান করি
বিষন্ন শিশুটির পাশে—
তবুও তোমায় খুঁজি বার বার
আগমনী, নূতন সুরে।।

বিদূষক

মলয় রায়

ভাবমূর্তি বাড়াই 'চ'।
একজনে দিবি
গোটা পঞ্চাশ
পাঁচ জনেতে আড়াই শ।।

ভোটার লিস্টও পদপিষ্ট।
গণতন্ত্রের অবশিষ্ট,
সাদা বোতল লাল জলে
জয়ের পর নিশিপদ্ম।।

বোন, আমরা তোমার সঙ্গে আছি

শিবানন্দ পাল

ছোটবেলায় গল্প শুনেছিলাম বুনো বাঘ বা সিংহকে কয়েকদিন না খাইয়ে বন্দী মানুষদের সামনে ছেড়ে দেওয়া হত কোনও ঘেরা জায়গায়। আর রাজা-রাজড়ারা বন্ধু মিত্র আমত্য সাথীদের নিয়ে নিরাপদ উচ্চতায় আসনে বসে উপভোগ করতেন কেমন তাড়িয়ে তাড়িয়ে বাঘ সিংহরা সেই বন্দীদের ছিন্নভিন্ন করে তাদের মাংস খেত। পশ্চিমবঙ্গকে এখন এরকমই একটি রাজ্য ধরে নেওয়া যায়। গগনদা আজ আড্ডায় এই কথা বলে খবরের কাগজটি পাশে সরিয়ে রাখলেন।

—আমি বললাম, হঠাৎ তুমি এরকম কথা বললে!

—গগনদা বললেন, আজকের কাগজ তুই পড়েছিস?

—আমি বললাম, সকাল থেকে বাজারহাট করতে করতেই আমার সময় গেল। কাগজ পড়ার সময় পেলাম কোথায়?

—কাগজটা পড়ে নিবি ভালো করে। দিন দিন আমাদের রাজ্যটা কোথায় যাচ্ছে কী বলব!

—কেন বলো তো? তোমরা দু'জনেই সকাল থেকে এমন হায়-হুতাশ করছো? আমি বললাম।

—৩২ মাস হল আমাদের রাজ্যে একটা নতুন সরকার এসেছে। বড় বড় বিজ্ঞাপন! রাস্তাঘাটে মোড়ে মোড়ে বিশাল বিশাল হোর্ডিং। মুখ্যমন্ত্রীর ছবি কখনও জোড় হাতে সততার প্রতীক। কখনও নৈরাজ্যের মধ্যে শান্তির দূত!

—গগনদার কথার উত্তরে ক্যাবলা বলল, তা শ্মশানের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বটে!

—প্যালা বলল, মগের মুলুক, নৈরাজ্য, মাৎস্যন্যায় এসব কথা ইতিহাসে পড়েছি। এখন নিজের চোখে দেখছি। বর্বরতার তুলনা দিতে গেলে আমরা কেবল মধ্যযুগের দিকেই তাকাই। কিন্তু এ কোন যুগ এল? ভিনদেশি একটি যুবকের সঙ্গে কথা বলতে দেখে আদিবাসী একজন যুবতীকে গ্রামের মোড়ল সভা ডেকে দোষী সাবস্ত করে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করে, আর গরিব পরিবার সেই টাকা দিতে না পারার কথা বললে সালিশি সভায় মোড়ল বেমালুম বলে দিল—তাহলে তোরা ওকে নিয়ে ফূর্তি কর! আর ফূর্তি করতে লোক বাছাই করে দেওয়া হল। আরও আশ্চর্য যুবতীর বীভৎস অত্যাচারের নক্কারজনক ছবি তুলবার জন্য অকুস্থলে ক্যামেরা নিয়ে হাজির শাসক তৃণমূলের তোলাবাজ নেতা।

ক্যাবলা বলল, আমার তো মনে হচ্ছে এ সবই পূর্ব পরিকল্পিত ঘটনা।

গগনদা বললেন, খবরে প্রকাশ সালিশি সভার মোড়কে যে প্রহসন ঘটনার একদিন পর স্থির করা হয়েছে সেখানে শতাধিক আদিবাসী মানুষকে আনা হয়েছে ট্রাক্টর ভাড়া করে।

—বলছ কী? আমি বললাম। নকশা তাহলে সাজানোই ছিল?

—শুধু কি তাই? অবৈধ ওই বিচারসভায় মীমাংসাপত্রে স্বাক্ষর করেছে শাসকদলের নেতারা।

—পশ্চিমবঙ্গে আমরা শিক্ষার বড়াই করি। এ দেশ বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথের, রামমোহন রায়ের। জানুয়ারি মাস ধরে বিবেকানন্দ, নেতাজি সুভাষচন্দ্রের জন্মজয়ন্তী, ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করছি রাস্তাঘাটে পাড়ায় পাড়ায় ঘটা করে।

—আর শিক্ষা-দীক্ষা! ব্রজদা বিষম মন্তব্য করলেন।

প্যালা বলল, আচ্ছা একটা কথা আমার মনে পড়লো। বীরভূমে প্রায় এক বছর আগে একটি মুসলিম যুবক এবং আদিবাসী যুবতীর ঠিক এ ধরনের একটি ঘটনায় আদিবাসী গাঁওতা নামে একটি সংগঠন ওই আদিবাসী যুবতীটিকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে প্রকাশ্য দিবালোকে তিন তিনটি গ্রাম হাঁটিয়েছিল। বর্বরতার সেই দৃশ্যের ভিডিও কপি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আমরা সকলেই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলাম।

—হ্যাঁ ঠিকই।

—এ ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা সেরকমই মনে হচ্ছে তো।

এটি আরও মারাত্মক ঘটনা। এক্ষেত্রে তথাকথিত সালিশি সভা ডাকা হয়েছে ঘটনা ঘটার ২৪ ঘন্টা পর। যুবতীকে ঘটনার দিন সারারাত গাছে বেঁধে রেখেছিল। পরদিন সালিশি এই সভা বসে পাশের গ্রামে। দ্বিতীয় দিন রাতে বর্বরতার ঘটনা ঘটে। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় যুবতী তার মায়ের সাথে থানায় গিয়ে অভিযোগ জানায়। রাতে পুলিশ সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে গেলে গ্রামবাসীদের কাছে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

ঘটনার বিবরণ শুনে মনে হচ্ছে সংগঠিত ভাবে এই মারাত্মক অপরাধ সংঘটিত হয়েছে।

—লাভপুর কাণ্ড নিয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে শাসক তৃণমূল দলের বিধায়ক মণিরুল ইসলাম ২৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় বলেছেন, ঘটনার কথা জানতে পেরে তিনি ওই গ্রামে গিয়েছিলেন। গিয়ে জানতে পারেন অভিযুক্তদের ধরতে গিয়ে পুলিশ গ্রামবাসীদের কাছে বাধা পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাঁর হস্তক্ষেপে পুলিশ বুঝিয়ে সুঝিয়ে ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসেছে। তিনি গর্বের সাথে একথাও বলেছেন অতীতে কোনও আমলে দু'ঘন্টার মধ্যে ১৩ জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার নাকি করানো যায়নি।

—আরে অতীতে এ ধরনের কোনও রেকর্ড আছে নাকি পশ্চিমবঙ্গে? যতসব ছাগল দিয়ে লাঙল চাষ! ক্যাবলা উত্তেজিত মন্তব্য করলো।

গগনদা বললেন, চুপ কর ক্যাবলা। শাসকদলের ওই বিধায়কের দাবি জেলা পুলিশ প্রশাসন নাকি চূড়ান্ত তৎপরতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে।

প্যালা বলল, তাহলে পুলিশ সুপার বদলি হলেন কেন?

ক্যাবলা বলল, ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। গগনদা, তুমি যাই বলো। তাছাড়া তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য ও তৃণমূল কর্মীরা ঘটনাস্থলে হাজির, তাহলে তারা কী রাজকাজটা করছিলেন? মেয়েটিকে বাঁচাবার জন্য তারা কিছুই করলেন না!

—শেম! শেম! ক্যাবলা বলল।

গগনদা বললেন, সংবাদসূত্রে প্রকাশ সংশ্লিষ্ট যুবকটির দাদা শেখ ফারুক তার ভাইয়ের জরিমানার অর্ধেক ২৫ হাজার টাকা দিয়েছিল। তাহলে সেই টাকা কোথায় গেল? কে কত ভাগ পেল। যারা ভাগ পেল তারাই বা কে?

—ট্রাক্টরে লোক আসা, সালিশিসভা করে সাজা দেওয়া। জঙ্গলমহলের কথা আমার মনে পড়ে যাচ্ছে। মানুষ খুনের আগে সেখানে এরকম নাম কা ওয়াস্তে একটা আদালত বসানো হতো।

—যা হোক, নবনিযুক্ত পুলিশ সুপার অলোক রাজোরিয়া ধৃতদের দিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করছেন। ফরেনসিক একটি দল সুবলপুর গ্রামের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। সেই ঘর, খাটিয়া, মাদুর ইত্যাদি তাঁরা পরীক্ষা করেছেন।

—মেয়েটি এখন কেমন আছে? ক্যাবলা জানতে চাইলো।

গগনদা বললেন, মেয়েটি এখন মানসিক অবসাদে বিধ্বস্ত। শনিবার শুভেন্দু মাইতি, ভারতী মুৎসুদ্দি, মন্দাক্রান্তা সেন, জ্যোতি দাস সহ বিশিষ্টজনেরা তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। মেয়েটির মধ্যে চাপা আতঙ্ক কাজ করছে। তবু সে একরাশ ঘৃণা নিয়ে জানিয়েছে, ওই গ্রামে আমাকে হয়তো ঢুকতে দেবে না। সুস্থ হয়ে আমি দাদার বাড়িতেই থাকবো। আমি ওই দুষ্কৃতীদের ফাঁসি দেখবো।

—ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! গোটা বিশ্ব জেনে গেছে আজ পশ্চিমবঙ্গে কী অবস্থা। ব্রজদা আহত মনে ছিঃ ছিঃ করে উঠলেন।

গগনদা বললেন, সমাজবিরোধীরা এখন তৃণমূল-কংগ্রেস দখল করেছে। আইন শৃঙ্খলার এই ভয়ানক অবনতিতে তৃণমূলের সমর্থনকারী ভদ্রলোকেদেরও মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে। একজন তো আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করে বলেই ফেললেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও তো একজন মহিলা। রাত বিরেতে বিরোধী নেত্রী হিসাবে তিনি কোথায় না কোথায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। এসব ঘটনা আমাদের কল্পনাতেও ছিল না। কী দিন এল বলুন তো! মেয়েকে টিউশুনি পাঠিয়ে ঘরে বসে থাকতে পারি না। ওর মা টিভিতে সিরিয়াল দেখতো, এখন মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির দরজায় গিয়ে বসে থাকে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরবে বলে। আর আমি বাবা। আমি কী ঘরে বসে বসে সিরিয়াল দেখতে পারি! আমিও যাই। দুষ্কৃতীরা মা-মেয়ে কাউকেই তো বাদ রাখছে না। ভীষণ টেনশনে ভুগছি। একটা উপায় বলুন না!

সুযোগ পেয়ে বললাম, কথায় কথায় আপনাদের নেতারা লক্ষণের গণ্ডি কাটছেন। অমুক বিষধর সাপ, তমুকের গ্রামে ঢোকা যাবে না। আপনিই বলুন না, ১২ জন মিলে ধর্ষণ করলো, নেতা তার ভিডিও ছবি তুলল—এটা ধর্ষণের চেয়ে কী কম? আপনি তো লেখাপড়া জানা মানুষ। আপনার স্ত্রী গ্র্যাজুয়েট, আপনার মেয়ে এবার উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে, আপনি কি মনে করেন এসব সভ্য সমাজের ঘটনা? একমাত্র কন্যাকে লেখাপড়া শিখিয়ে আপনি কি চাকরি করতে পাঠাবেন? নাকি চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাবার মতো মেয়েকে আর লেখাপড়া শেখাবেন না। এ কোন ভবিষ্যত তৈরি করছি আমরা বলুন তো।

ব্রজদা গম্ভীর মুখ তুলে বললেন, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন এখন 'মস্তি' সুখ সাগরে ফস্টিনস্টিতে মেতেছে। সামনে লোকসভা নির্বাচন—দেখবি এরকম কত ঘটনা শাসক তৃণমূল দলকে নির্বাচনী বৈতরণী পার করবার জন্য ঘটবে! লোকসভার ভোট জিততে ওদের আরও অনুব্রত আরও আরাবুল দরকার। আর যত এই নায়কদের উত্থান হবে তত ওই সালিশিসভা হবে আর ততোধিক দুষ্কৃতী জন্ম নেবে।

—ধিক ধিক এই শাসকদলকে। আমরাও তৈরি হচ্ছি। আর নয়। অনেক সহ্য করেছি। প্যালা যেন ক্ষেপে উঠলো।

—দাঁড়া চললি কোথায়? গগনদা জানতে চাইলেন।

প্যালা বলল, হুল এক্সপ্রেসের সময়টা জানতে যাচ্ছি বর্ধমান স্টেশনে। আমরা সবাই সিউড়ি যাবো। মেয়েটার সঙ্গে দেখা করে বলে আসবো— বোন শক্ত হও, আমরা তোমার সঙ্গে আছি।

—চ! সবাই মিলে আমরা হুল এক্সপ্রেসে চাপি।

আসছে গণনাট্য উৎসব

বিশেষ সংবাদদাতা : বিশ্ব যখন এক দানবীয় হুঙ্কারের মুখোমুখী মানবসভ্যতা মদগর্বী ফ্যাসিস্ট হিটলারের হিংস্রতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামিল তখনই সারা বিশ্বের শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী নাট্যকর্মীরা সংঘবদ্ধ হতে শুরু করেছিলেন। আঁরি বারবুস, রমা রল্যা, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের আহ্বানে দিকে দিকে গড়ে উঠেছিল ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখকদের সংগঠন, নাট্যকর্মীদের সংগঠন। মানুষের মননকে নানাভাবে গান, নাটক ইত্যাদি নান্দনিক মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতে ভারতেও শুরু হল এক নতুন ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। গ্রামের কৃষকের সমস্যা, কলকারখানায় শ্রমজীবী মানুষের সমস্যা, মধ্যবিত্ত সাধারণ খেটেখাওয়া মানুষের সমস্যা এসব উঠে এল মঞ্চে। পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়ালো জীবন জয়ের লড়াইয়ে সামিল হবার অঙ্গীকারের শপথ। সমৃদ্ধ হল ভারত তথা বাংলার সাংস্কৃতিক মনন। তোলপাড় শুরু হল দিকদিগন্তে। শুরু হল ইণ্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার-এর জয়যাত্রা। এর পতাকাতলে সমবেত হলেন পৃথ্বীরাজ কাপুর, বলরাম সাহানী, চেতন আনন্দ, দেব আনন্দ, বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু ভট্টাচার্য, হারীন চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, শম্ভু মিত্র, সলিল চৌধুরী এবং আরো অসংখ্য মহান ব্যক্তিত্ব।

আই পি টি এ তথা ভারতীয় গণনাট্য সংঘ এক বিশাল বিশ্বাসের জায়গায় পৌঁছে গেল। 'নবান্ন' নাটক বাংলা নাটকের নতুন দিক নির্দেশের দিশারী হয়ে উঠলো। যুদ্ধ, কালোবাজারী, দুর্নীতি এইসবের বিরুদ্ধে এক জ্বলন্ত বিদ্রোহ জন্ম নিল গণনাট্য।

আজ একবিংশ শতকের প্রথম পাদে দাঁড়িয়ে মানুষ কি নিশ্চিন্ত? এই বাংলার বুকে আজো হাহাকার। প্রতিদিনের খবর কি বিদ্যুতন কি মুদ্রণ যে কোনো মাধ্যমেই ভেসে উঠে দেশের কোন না কোন প্রান্তে নির্যাতিতা নারীর মুখ, প্রতিবাদী যুবকের উপর নৃশংস অত্যাচারের ছবি। জীবনের প্রতিটি বাঁকেই চলছে আসুরিক কার্যকলাপ। তাই আজো প্রয়োজন গণনাট্যের। পায়ে পায়ে সত্তরটা বছর পেরিয়ে এলেও এ বিশ্বতো এখনো নবজাতকের কাছে অঙ্গীকারে দায়বদ্ধ। তাই গণনাট্যের চলা অবিরাম।

মার্চ-এর কোনো সময়ে রাজ্যব্যাপী চলবে গণনাট্য উৎসব। তারই প্রস্তুতিতে প্রতিটি জেলা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আলোচনা, নাটক, গান, নাচ ইত্যাদি মানবমুখী বিষয় নিয়ে তৈরি হচ্ছে অনুষ্ঠান। বর্ধমান জেলাতেও ফেব্রুয়ারির ২ ও ৩ এই দুই দিন আবৃত্তি, গান, শ্রুতি নাটক, পথ নাটক ইত্যাদি নিয়ে বসছে মণ্ডজাস্ত্র ঝালিয়ে নেবার অনুশীলন। দুর্গাপুরের বিদ্যাসাগর অ্যাভেনিউ এবং চিলড্রেন্স অ্যাকাডেমিতে চলবে গণনাট্যের ৭০ বর্ষপূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠান।

হোমের দুই কন্যার বিয়ে হল দুই ভাইয়ের সঙ্গে বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২১ জানুয়ারি : বর্ধমানের লাকুড়িড এলাকার পুরসভার অতিথিশালায় আলো জ্বলছে। বাজছে সানাইয়ের সুর। গোটা অতিথি শালায় আমন্ত্রিত অতিথিদের ভিড়। বিয়ে হচ্ছে। বিয়ে হচ্ছে বর্ধমান শহরের মিঠাপুকুরের বাসিন্দা সামরিক বিভাগের অবসরপ্রাপ্তকর্মী রবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের দুই ছেলের। দুই পাত্রীর নাম স্বাগতা এবং রুমা। স্বাগতা বড় হয়ে উঠেছে বর্ধমানের হোমে, আর রুমা বড় হয়েছে আসানসোলের সরকারি হোমে। দু'জনের বিয়ে হল একই বাড়িতে, দুই ভাইয়ের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথবাবুর মেজো ছেলে রাজেন্দ্রনাথের বিয়ে হল রুমা আর ছোট ছেলে ব্রজেন্দ্রনাথের বিয়ে হল স্বাগতার সঙ্গে।

বর্ধমান জেলার দ্বিতীয় হস্তশিল্প মেলায় হাতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত শিল্পীরা

সমবায় অডিটর্স এ্যাসোসিয়েশন-এর রাজ্য সম্মেলন শেষ হলো

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৯ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ সমবায় অডিটর্স এ্যাসোসিয়েশন-এর ৩৬ তম রাজ্য সম্মেলন বর্ধমান শহরের কর্মচারীভবনে শেষ হলো। সম্মেলন থেকে সভাপতি গৌতম ঘোষ, সম্পাদক সুশান্ত ঘটক, কোষাধ্যক্ষ শুভাশিস ব্যানার্জী ও দপ্তর সম্পাদক হিসাবে পার্থ চক্রবর্তীকে নির্বাচিত করে ১৯ জনের সম্পাদকমণ্ডলী এবং ৬৭ জনের একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে।

২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন উপলক্ষে বর্ধমানে স্কুল পড়ুয়াদের র‍্যালি

পঞ্চম বর্ধমান জেলা ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হল অগ্রদূত সংঘের ময়দানে

শেষ হল ইস্পাতনগরীর ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : ইস্পাতনগরীর এ'জোন-এর লাল ময়দানে হয়ে গেল দু-দিন ব্যাপী ক্রীড়া অনুষ্ঠান। বিগত কিছু বছর ধরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। উদ্যোক্তা ইস্পাতনগরীর এ'জোন কেন্দ্রীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্‌যাপন কমিটি। দু-দিন ব্যাপী ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মোট ৩৪ টি ইভেন্টে শিশু-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ৪০০-র বেশি প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছে বলে কমিটির আহ্বায়ক ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়াবিদ তুষারকান্তি ঘোষ জানিয়েছেন।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১।২০ জানুয়ারি, ২০ জানুয়ারি, ২০১৩; ২। ১৯৪৮ সালের ২১ জানুয়ারি; ৩। ১৬২৮ সালের ১৯ জানুয়ারি, জন্ম ৫ জানুয়ারি, ১৫৯২, মৃত্যু ২২ জানুয়ারি, ১৬৬৬; ৪। ১৯৬৬ সালের ১৯ জানুয়ারি; ৫।অপ্সরা, ১৯৫৭ সালের ২০ জানুয়ারি; ৬। ১৯০৫ সালের ২২ জানুয়ারি; ৭। ১৭৮৮ সালের ২২ জানুয়ারি, মৃত্যু ১৮২৪ সালের ১৯ এপ্রিল; ৮। রাজেন্দ্র প্রসাদ, ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি, ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি; ৯।২৫ জানুয়ারি, ২০১০ সাল থেকে; ১০।এডওয়ার্ড জেনার, জন্ম ১৬ মে ১৭৪৯, মৃত্যু ২৬ জানুয়ারি, ১৮২৩; ১১। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি, চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী, ৩৪ তম এবং শেষ গভর্নর জেনারেল; ১২। ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি।

পড়ুন পড়ান গ্রাহক হোন

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক
প্রকাশিত হয় প্রতি শনিবার

পত্রিকায় মাসের প্রথম সংখ্যা : বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক।
দ্বিতীয় সংখ্যা : শিক্ষা-পরীক্ষা বিষয়ক।
তৃতীয় সংখ্যা : অর্থনীতি-সমাজনীতি-রাজনীতি, কৃষি ও শিল্প বিষয়ক।
চতুর্থ সংখ্যা : সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক—অন্য সংস্কৃতি।
পঞ্চম সংখ্যা : বিবিধ বিষয়ক।

আপনি আমাদের পাঠাতে পারেন
- আপনার মূল্যবান মতামত
- সমসাময়িক ঘটনাবলীর ওপর আপনার প্রতিক্রিয়া
- বিজ্ঞান-জনস্বাস্থ্য বিষয়ক জনপ্রিয় প্রবন্ধ
- অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজনীতি নিয়ে প্রবন্ধ
- শিক্ষা ও শিক্ষার সমস্যা নিয়ে লেখা
- ইতিহাস চর্চা, জাতীয়-আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী, কৃষি-শিল্প সমস্যা চাষাবাদ প্রভৃতি যে কোনো বিষয়ে মৌলিক রচনা
- গল্প-কবিতা-ছড়া, রম্যরচনা ও রেখাচিত্র

সব ধরনের লেখার জন্যই আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
- লেখা যেন ৭০০ শব্দের মধ্যে হয়।
- কাগজের উপর ও পাশে যেন মার্জিন থাকে।
- জেরক্স বা কার্বন কপি গ্রহণীয় নয়।
- কপি রেখে লেখা পাঠান। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- যে কোনও লেখা প্রকাশ সম্পর্কে সম্পাদকীয় সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

☐ আমাদের পত্রিকার বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ৫০ টাকা
☐ বছরের যে-কোন সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

নতুন চিঠি
৬২ বি. সি. রোড, বর্ধমান-১
ফোন : (০৩৪২) ২৫৫১৪৫৮, ফ্যাক্স : (০৩৪২) ২৬৬৫০৮৩

আমরা খবর বানাই না, জনমত গড়ি

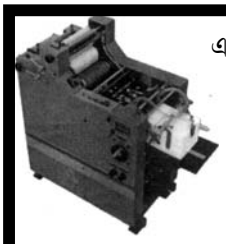

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫, ৩০০০১১৩

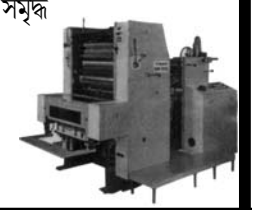

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা